স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম - ১৪৪৪

গ্রুপ "যুহর"

(১ম - ২য় শ্রেণি)

নাম:

শ্রেণি:

শিফট :

আইডি নং:

অভিভাবকের স্বাক্ষর :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত অভিভাবক,

স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির রমাদান কার্যক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন প্রতিদিন অন্তত ৫/১০ মিনিট আপনি আপনার সন্তানের সাথে ব্যয় করে তাকে প্রতিদিনের কাজগুলো বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ ও লেখাগুলো নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতে পারেন।

- প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট দিনের লেখাটি আপনার সন্তানকে পড়ে শোনাবেন। সংশ্লিষ্ট দিনের উল্লেখিত কাজটি তাকে বুঝিয়ে দিবেন এবং তা ঠিকমতো করেছে কি না খেয়াল রাখবেন। কাজ শেষ হলে এটি আপনার কাছে তুলে রাখবেন।
- এক দিনে একাধিক দিনের কাজ করতে দিবেন না। এতে সে সবর করতে শিখবে ইনশাআল্লাহ। যে দিনের কাজ সে দিনে করবে এবং প্রত্যেকটি কাজ শেষ করে প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া "মাশা-আল্লাহ কার্ড" একটি করে রঙ করবে। কাজ শেষ না হলে যেন রঙ না করে তা খেয়াল রাখবেন।
- সাপ্তাহিক দুআ মুখস্তকরন , ইংরেজি ও গনিত সমস্যা সমাধানে বাচ্চাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবেন তবে উত্তর সরাসরি বলে বা লিখে দিবেন না।

এখানে আপনার সন্তানের মানসিক ও জ্ঞানের বিকাশের উদ্দেশ্যে তার বয়স উপযোগী কিছু নির্দিষ্ট পাঠের সম্বনয় করা হয়েছে। ইংলিশ ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পারদর্শীতা ও চর্চা বহাল রাখতে ইংলিশ ও বাংলা উভয় ভাষাতেই কিছু পাঠের সম্বনয় করা হয়েছে। তাই শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বাবা-মা / অভিভাবক পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন ইনশা-আল্লাহ।

যেমন, কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন, চিন্তা করার সুযোগ করে দিবেন ও শিক্ষার্থীকে নিজে নিজে উত্তরগুলো লিখতে অনুপ্রেরনা দিবেন। তবে সরাসরি উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে সকলকে বিনীত অনুরোধ করছি। এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে যেকোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করা বা অসুস্থ প্রতিযোগিতমূলক মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ইন-শা-আল্লাহ।

ঈদের পর স্কুল খুললে পুরো এ্যাসাইনমেন্টটি অফিসে জমা দিবেন ইন-শা-আল্লাহ। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য থাকবে উপহার, ইনশা-আল্লাহ। সবাইকে রমাদানের শুভেচ্ছা!

প্রতিদিনের কাজগুলো করা হলে সেই দিনের মাশা-আল্লাহ কার্ডটি রং করব ইনশা-আল্লাহ। যেমন, প্রথম রমাদানের কাজটি করা হলে ১ নং মাশা-আল্লাহ কার্ডটি রং করব, দ্বিতীয় রমাদানের কাজ হয়ে গেলে ২ নং মাশা-আল্লাহ কার্ড ।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০

Daily Habit Making Chart

(দৈনিক অভ্যাস তৈরির চার্ট)

নিচে উল্লেখিত প্রতিদিনের কাজগুলো করা হলে সেই দিনের তারিখের পাশে টিক চিহ্ন দিব ইন-শা-আল্লাহ। নিচে দেয়া ভালো কাজের চার্ট দেখে প্রতিদিন কয়টা ভালো কাজ (Good deeds) করলাম সেই সংখ্যা ছকের ভিতর লিখব ইনশা-আল্লাহ।

তারিখ (আরবি মাসের তারিখ অনুযায়ী)	**৫ ওয়াক্ত সালাত পড়েছি** (যত ওয়াক্ত সালাত পরেছেন ততগুলো টিক দিবেন)	**কুরআন পড়েছি** (সূরার নাম লিখুন)	**ভালো কাজ করেছি** (ভালো কাজের চার্ট দেখে যতোগুলো ভাল করেছেন সেই সংখ্যা লিখবেন)
রমাদান - ১			
রমাদান - ২			
রমাদান - ৩			
রমাদান - ৪			
রমাদান - ৫			
রমাদান - ৬			
রমাদান - ৭			
রমাদান - ৮			
রমাদান - ৯			
রমাদান - ১০			
রমাদান - ১১			
রমাদান - ১২			
রমাদান - ১৩			

তারিখ (আরবি মাসের তারিখ অনুযায়ী)	**৫ ওয়াক্ত সালাত পড়েছি** (যত ওয়াক্ত সালাত পরেছেন ততগুলো টিক দিবেন)	**কুরআন পড়েছি** (সূরার নাম লিখুন)	**ভালো কাজ করেছি** (ভালো কাজের চার্ট দেখে যতোগুলো ভাল করেছেন সেই সংখ্যা লিখবেন)
রমাদান - ১৪			
রমাদান - ১৫			
রমাদান - ১৬			
রমাদান - ১৭			
রমাদান - ১৮			
রমাদান - ১৯			
রমাদান - ২০			
রমাদান - ২১			
রমাদান - ২২			
রমাদান - ২৩			
রমাদান - ২৪			
রমাদান - ২৫			
রমাদান - ২৬			
রমাদান - ২৭			
রমাদান - ২৮			
রমাদান - ২৯			
রমাদান - ৩০			

Good Deeds Chart (**ভালো কাজের চার্ট**)

সম্মানিত অভিভাবক নিচের ভালো কাজগুলো বাংলাতে বাচ্চাদের বুঝিয়ে দিবেন ইনশা- আল্লাহ এবং **দৈনিক অভ্যাস তৈরির চার্ট-টি** পূরণ করতে আপনার সন্তানকে সহায়তা করবেন ইনশা-আল্লাহ।

Help tidy up!	Say Salaam to others.	Make dua to Allah!	Read Quran!	Listen to your mum and dad!
Tidy my toys!	Think of all your blessings, say Alhamdulillah!	Say Thank-You to Allah	Be patient	Smile!
Help my brother/sister!	Tell my mum I love her!	Eat all the food on my plate!	Share my toys with my brother/sister!	Help prepare Iftaar!

Give Charity to the Poor!	Say JazakAllah khayr to others! 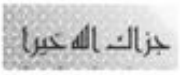	Be kind and share food with your neighbours!	Ask your mum or dad if they need any help today!	Make Eid cards for your friends/family!
Use kind words when speaking **Please! Thank-You!**	Learn about one of the Prophets in Islam	Learn about Prophet Muhammad (saw)	Help tidy up!	Go to the Masjid!
Give your dad a big hug!	Take turns when playing!	Memorise a dua in Arabic!	Pray for your family and friends!	Help set the table for Iftaar!

রমাদান-১

লক্ষ্য: ইসলামিক ইলম অর্জন

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ

(5 pillars of Islam)

(নিচের পড়াগুলো মা-বাবার সাহায্যে পাঠ করব এবং কোন কিছু না বুঝলে মা-বাবার থেকে বুঝে নিব ইনশা-আল্লাহ।)

আমরা মুসলিম । ইসলাম আমাদের দ্বীন। ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়।

১) শাহাদাহ (কালিমা):

اَشْهَدُ انْ لَّآ اِلهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً اعَبْدُهوَرَسُولُه

উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত না এবং আল্লাহর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা এবং আল্লাহর প্রেরিত রসূল। অর্থাৎ, মূলত এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, **আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যি ইলাহ নেই,** (اَشْهَدُ انْ لَّآ اِلهَ اِلَّا الله) এবং এটাও যে, **মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল** (وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُوْل الله)।

লেখা ও ছবিগুলো রং কর।

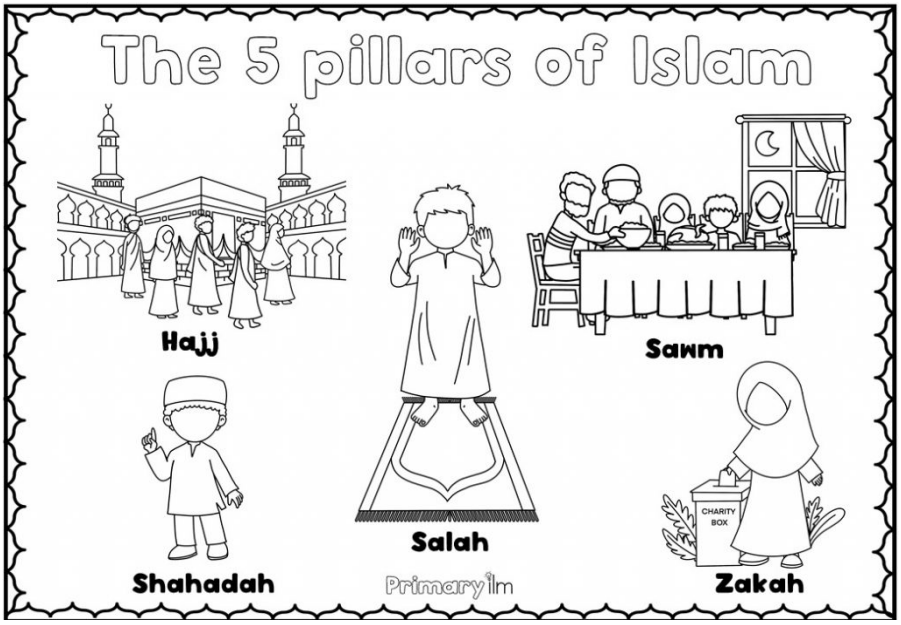

মুসলিম হতে হলে আমাদের শুধু এই কালিমা শাহাদাহ মুখে পাঠ করলেই হবে না। প্রথমত, আমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং আমাদের দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে। এরপর কালিমা শাহাদাত আমাদের অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে, মুখে স্বীকার করতে হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। তবেই আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

২) সালাত:

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রথম কাজ হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিদিন সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত (ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব এবং এশা) সালাত আদায় করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জন্য এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দিয়েছেন। সালাতের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন । আমরা সবাই অবশ্যই ওযু করে নিয়মিত সালাত আদায় করব।

৩) রমাদানে সিয়াম পালন:

রমাদান মাসে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার এবং সেই সাথে যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকেও বিরত থাকার নাম সিয়াম। প্রতিটি সবল মুসলমানের জন্য রমদান মাসের প্রতিদিন সিয়াম রাখা ফরজ। রমাদান মাসে সিয়াম রাখলে মন পবিত্র ও শান্ত হয় । আল্লাহর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৪) যাকাত (দান):

প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নারী ও পুরুষকে প্রতি বছর (ইসলামী শরিয়ত অনুসারে নির্ধারিত) তাদের আয় ও সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে আল্লাহর দেওয়া বিধান বা নিয়ম মেনে বিতরণ করা কে যাকাত বলা হয়। দান করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, তাদেরকে এই দান বা যাকাত দিতেই হবে। এটা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য এটা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এতে করে অন্যের আর্থিক কষ্ট দূর করা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

৫) বাইতুল্লাহ বা কাবাঘরে হজ্জ্ব আদায়:

যে সকল মুসলমানদের সামর্থ্য আছে, তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রতিরূপ (আরবি জিলহজ্জ মাসে) মক্কায় আল্লাহর ঘরে হজ্জ্ব আদায় করবে। সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাৎসরিক ইবাদাত। জীবনে অন্তত একবার সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য হজ্জ্ব করা ফরজ।

রমাদান-২

লক্ষ্য: সাপ্তাহিক দুআ মুখস্তকরন

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যান এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়ার দুআ

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۝

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২০১)

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, " দুআ'ই হচ্ছে ইবাদাত।" *(আবু দাউদ ২/৭৮)*

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তার দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জাবোধ করেন।"

(আবু দাউদ ২/৭৮)

"যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৬)*

কাজ : আমরা সবাই এই সপ্তাহে এই দুআটি মুখস্ত করব এবং প্রতিদিন সালাতের শেষে সালাম ফিরানোর আগে দুআটি একবার করে পড়ব ইনশা-আল্লাহ ।

রমাদান-৩

লক্ষ্য: রঙ করা ও সৃজনশীল লেখা চর্চা

নিচের ছবিটি রঙ কর ।

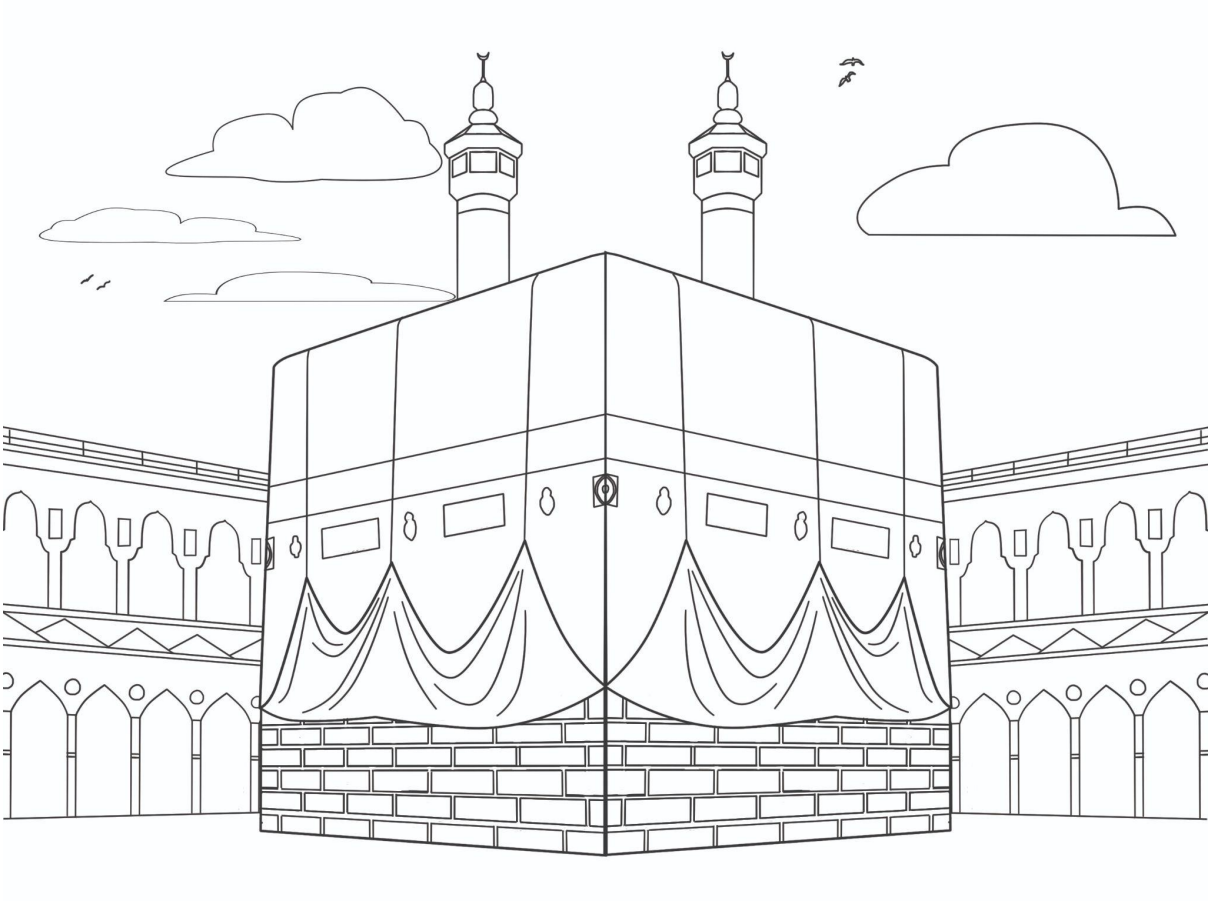

প্রশ্নঃ উপরের ছবিটি কিসের ছবি? ঘরটি সম্পর্কে যা জানো লেখ।

উত্তরঃ

রমাদান-৪

লক্ষ্য: ইংরেজি অক্ষর চেনা ও নতুন শব্দ শেখা

Z	S	A	L	A	H	B	C
K	H	X	I	M	A	N	H
R	A	G	T	Q	J	J	A
H	H	S	Y	W	J	O	R
F	A	S	T	I	N	G	I
G	D	D	H	U	A	M	T
Z	A	K	A	T	Z	J	Y
R	A	M	A	D	H	A	N

উপরের শব্দজট থেকে নিচের শব্দগুলো খুঁজে বের করো ।

SHAHADA	FASTING	HAJJ	RAMADHAN
SALAH	ZAKAT	IMAN	CHARITY

Ques: Write down the names of 5 pillars of Islam.

Ans: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

রমাদান-৫

লক্ষ্য: গানিতিক সমস্যা সমাধান ও ওয়াক্ত চেনা

ফরয সালাতের ওয়াক্তসমূহ ও রাকাআত সংখ্যা

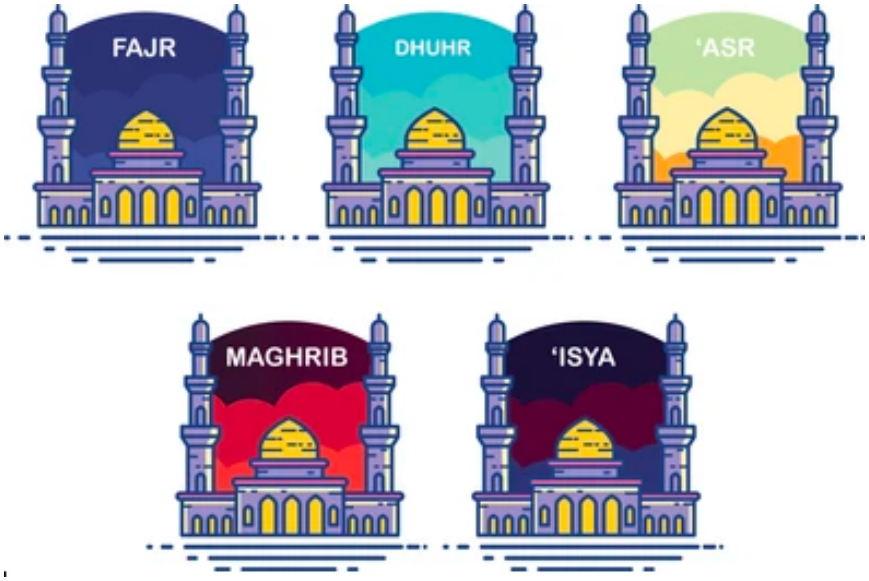

Fajr	Dhuhr	Asr	Maghrib	Isha
ফজর ২ রাকাত	যোহর ৪ রাকাত	আসর ৪ রাকাত	মাগরিব ৩ রাকাত	এশা ৪ রাকাত

প্রশ্ন: নিম্নলিখিত দিনের সময়গুলোতে কোন কোন সালাত পড়তে হয়?

উত্তরঃ

Night time	After sunset	Midday	Morning	Afternoon
রাতে	সূর্য ডুবার পর	দুপুরে	সকালে	বিকালে

---------- ---------- ---------- ---------- ----------

প্রশ্নঃ গণনা করে লিখুন তো, দিনে আমরা মোট কয় রাকাত ফরজ সালাত পড়ি?

উত্তর:

রমাদান-৬

লক্ষ্য: ব্যবহারিক কাজ

জান্নাতের এক রত্নভাণ্ডার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“ওহে আব্দুল্লাহ ইবন কায়েস! আমি কি জান্নাতের এক রত্নভাণ্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না?”

আমি বললাম, “নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল।”

তিনি বললেন, “তুমি বল,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থ: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই।

(লা হাউলা ওয়ালা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ)

[বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১১/২১৩, নং ৪২০৬; মুসলিম ৪/২০৭৬, নং ২৭০৪]

কাজ : উপরোল্লিখিত যিকিরটি একবার করে পড়ি এবং একবার পড়া হলে একটা করে রত্ন রঙ করি।

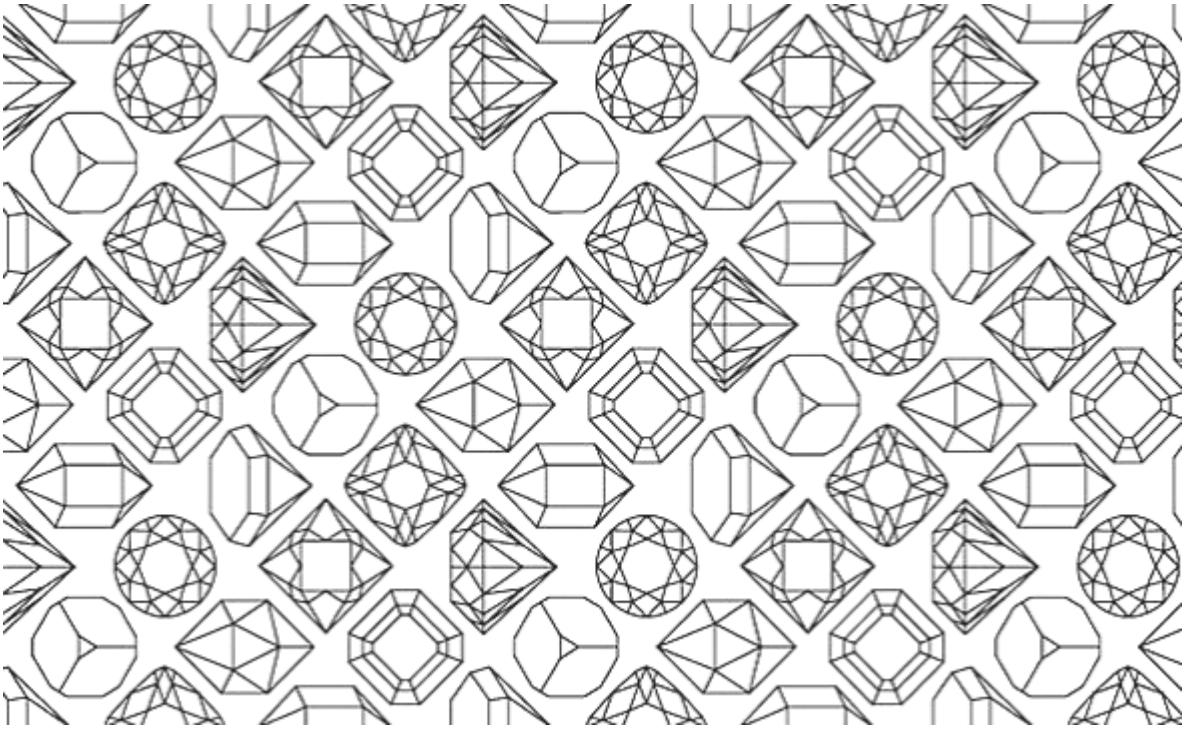

রমাদান-৭

লক্ষ্য: সৃজনশীল ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আপনি যখন কাউকে ভাল, সুন্দর বা তার পছন্দসই কোন কিছু উপহার দেন তখন অধিকাংশ মানুষই আপনাকে বলে থাকেন, "জাযাকাল্লাহু খাইরান" (جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا)। ইংরেজিতে কেউ বলে 'Thank You', বাংলাতে অনেকে বলে 'ধন্যবাদ'। মানুষের মধ্যে কেউ আমাদের উপকার করলেও আমরা তাকে **জাযাকাল্লাহু খইরন** বলি (ছেলেদের ক্ষেত্রে) / **জাযাকিল্লাহু খইরন** বলি (মেয়েদের ক্ষেত্রে)। যার অর্থ হলো: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। জবাবে সে আমাদের বলে : **ওয়া আনতুম ফা-জাযাকুমুল্লাহু খাইরন** (وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا); অর্থ : আল্লাহ আপনাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মূলত এসকল কথা বলে আমরা মানুষের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কিন্তু আল্লাহ যে আমাদের এত ভালবাসেন, কত কত নিয়ামত আমাদের উপহার দেন, আমাদের বিপদে- আপদে রক্ষা করে আমাদেরকে সাহায্য করেন! তাঁর প্রতি কিভাবে বা কি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি বলুন তো? . .. .

ঠিক ভেবেছেন! " **আলহামদুলিল্লাহ** " (اَلْحَمْدُ لِلّٰه) বলে। যার অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ খুশি হন এবং বান্দার উপর খুশি হয়ে আরো বেশি করে তাকে তাঁর নিয়ামত প্রদান করেন। তাই আমরা বেশি বেশি আলহামদুলিল্লাহ বলার অভ্যাস করব ইনশা-আল্লাহ।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, " সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হলো 'আলহামদুলিল্লাহ' ।"

কাজ : আপনাকে আল্লাহর দেয়া ৫টি নিয়ামত মনে করার চেষ্টা করে শুন্যস্থান পূরণ করুন এবং মুখে বলুন ' আলহামদুলিল্লাহ '।

১) আলহামদুলিল্লাহ, আমাকে _____।

২) আলহামদুলিল্লাহ, _____।

৩) আলহামদুলিল্লাহ, _____।

৪) আলহামদুলিল্লাহ, _____।

৫) আলহামদুলিল্লাহ, _____।

রমাদান-৮

লক্ষ্য: ইসলামিক ইলম অর্জন

উম্মুল কুরআনের অর্থ শিখি

ফাতিহা শব্দের অর্থ হলো: ভূমিকা, আরম্ভ, শুরু ইত্যাদি। সূরা ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত হলো সাতটি। সম্পূর্ণ সূরা একসাথে নাজিল হওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম 'সূরা ফাতিহা' নাযিল হয়েছে। সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কোরআন বলা হয়। এ সূরাকে কোরআনের সারমর্মও বলা হয় । এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় পাই। আর শেষ তিন আয়াতে আমরা পাই, কিভাবে আল্লাহর কাছে চাইবো বা প্রার্থনা করবো। কুরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহার বিস্তারিত বর্ণনা।

সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের বাংলা অর্থগুলো বাবা-মা'র সাহায্য নিয়ে জেনে নিই ও বাংলা অর্থটি মনে রাখার চেষ্টা করি, ইনশা-আল্লাহ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿۱﴾
اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ﴿۲﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۙ﴿۳﴾ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ؕ﴿۴﴾
اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ﴿۵﴾ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ﴿۶﴾ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ
اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّيۡنَ ﴿۷﴾

(১) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

(২) যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (৩) যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই। (৬) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (৭) তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন, যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।

রমাদান- ৯

লক্ষ্য: সাপ্তাহিক দুআ মুখস্তকরন

উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমলের দো'আ

সকালবেলা বলবেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।

(আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফি'আন । ওয়া রিয্কান তাইয়্যেবান ।
ওয়া 'আমালান মুতাক্বব্বালান)

(সুনানু ইবনে মাজা: হাদিস নং ৯২৫)

কাজ : আমরা সবাই এই সপ্তাহে এই দুআটি মুখস্ত করব এবং প্রতিদিন সালাতে

সিজদাতে থাকা অবস্থায়

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা)

তিনবার পড়ার পর দু'আটি একবার করে পড়ব ইনশা-আল্লাহ।

নিচের ছবিটি রঙ কর ।

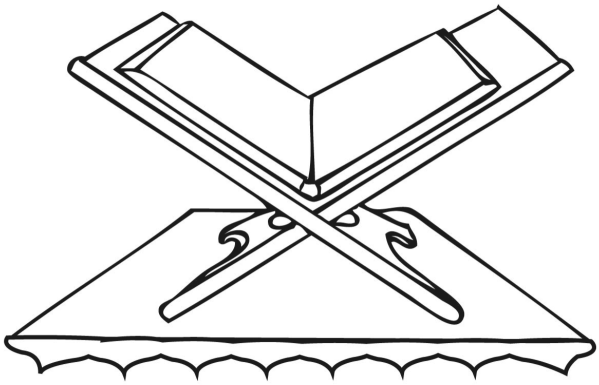

রমাদান-১০

লক্ষ্য: রঙ করা ও সৃজনশীল লেখা চর্চা

নিচের ছবিটি রঙ কর ।

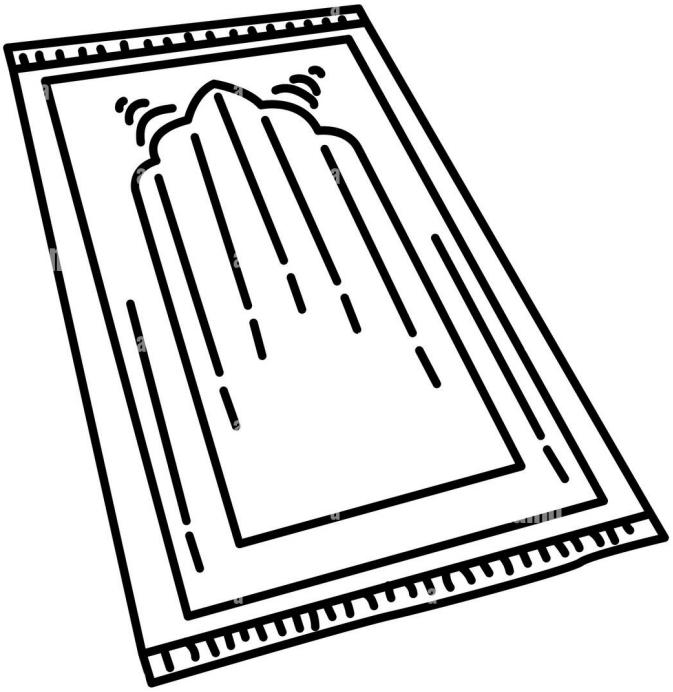

প্রশ্নঃ উপরের ছবিটির জায়গাটিতে কোন ইবাদাত করা হয়?

উত্তরঃ

প্রশ্নঃ প্রতিদিন বাবা/দাদা/মামা/চাচা বাসার পাশাপাশি, বাসার কাছে অন্য একটা জায়গায় গিয়েও এই ইবাদাতটি করেন, বলুন তো জায়গাটা কোথায়? আপনি কখনো বাবা- মার সেই স্থানে গিয়েছেন?

উত্তরঃ

রমাদান-১১

লক্ষ্য: ইংরেজি অক্ষর চেনা ও নতুন শব্দ শেখা

Learning Allah's 3 Names

Write the meaning of these names in Bangla.

1. Ar- Rahmaan:

---

2. Ar Raheem:

---

3. Al- Malik:

Colour the names

রমাদান-১২

লক্ষ্য: গানিতিক সমস্যা সমাধানকরণ ও সিয়াম সম্পর্কে ধারণা

রমাদান একটি আরবি মাসের নাম, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। রমাদান মাসে আল্লাহ আমাদের সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুবহে সাদিকের সময় থেকে সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ফজরের শুরু থেকে থেকে মাগরিব পর্যন্ত আমরা খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকি। রোযা বা সিয়াম রাখার নিয়্যাত করার পর ইচ্ছা করে পানাহার বা খাওয়া-দাওয়া করলে সিয়াম ভেঙ্গে যায়। তবে যদি কেউ ভুল করে পানাহার বা খাওয়া-দাওয়া করে ফেলে এবং মনে পরার সাথে সাথে খাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে সিয়াম ভাঙ্গে না। এ মাসে আমরা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবে এমন কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি। যেমনঃ ঝগড়া করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া, সারাদিন খেলাধুলা আর ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা ইত্যাদি আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ । অপরদিকে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে বেশি বেশি ভালো কাজের অভ্যাস করি। যেমনঃ সলাত পড়া, সিয়াম রাখা, সাদাকা করা, কোরআন পড়া, বাসার কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি ।

সিয়াম গণনা

প্রশ্ন: আজ ১২ রমাদান। আপনার বন্ধু আবরার বা বান্ধবী আয়েশা ১২ টি সিয়াম রাখার নিয়াত করে সাহরি করেছিল । কিন্তু মাঝে ৩ দিন ভুল করে সে একবার পানি খেয়ে ফেলে, কিন্তু মনে পরার সাথে সাথেই সে খাওয়া বন্ধ করে দেয়, মুখে থাকা বাকি পানিও ফেলে দেয়। ইফতার করার আগ পর্যন্ত আর সে কিছুই খায় না। তাহলে **বলুন তো এখন পর্যন্ত সে মোট কয়টা সিয়াম রাখল?**

উত্তর:

প্রশ্নঃ মনে করুন, আজ ১০ রমাদান। আপনার বন্ধু আবিদ (ছেলেদের জন্য) / বান্ধবী নিসা (মেয়েদের জন্য) ১০টি সিয়াম রাখার নিয়াত করে সাহরি করেছিল । কিন্তু মাঝে ২ দিন তার খুব ক্ষুধা পেল। বাসার সবার থেকে লুকিয়ে সে বেশি করে পানি ও কিছু খাবার খেয়ে নিল। ইফতার করার আগ পর্যন্ত সে আর কিছু খেল না। তাহলে **বলুন তো এখন পর্যন্ত সে মোট কয়টা সিয়াম রাখল?**

উত্তরঃ

রমাদান-১৩

লক্ষ্য: ব্যবহারিক কাজ

জান্নাতের একটি খেজুর গাছ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“যে ব্যক্তি বলবে,

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِه

অর্থঃ মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি

(উচ্চারনঃ সুব্হানাল্লা-হিল ‘আযীম ওয়াবিহামদিহী)

...তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।” (তিরমিযী ৫/১১,সহীহ)

কাজ : উপরোল্লিখিত যিকিরটি একবার করে পড়ি এবং একবার পড়া হলে একটা করে খেজুর গাছ রঙ করি।

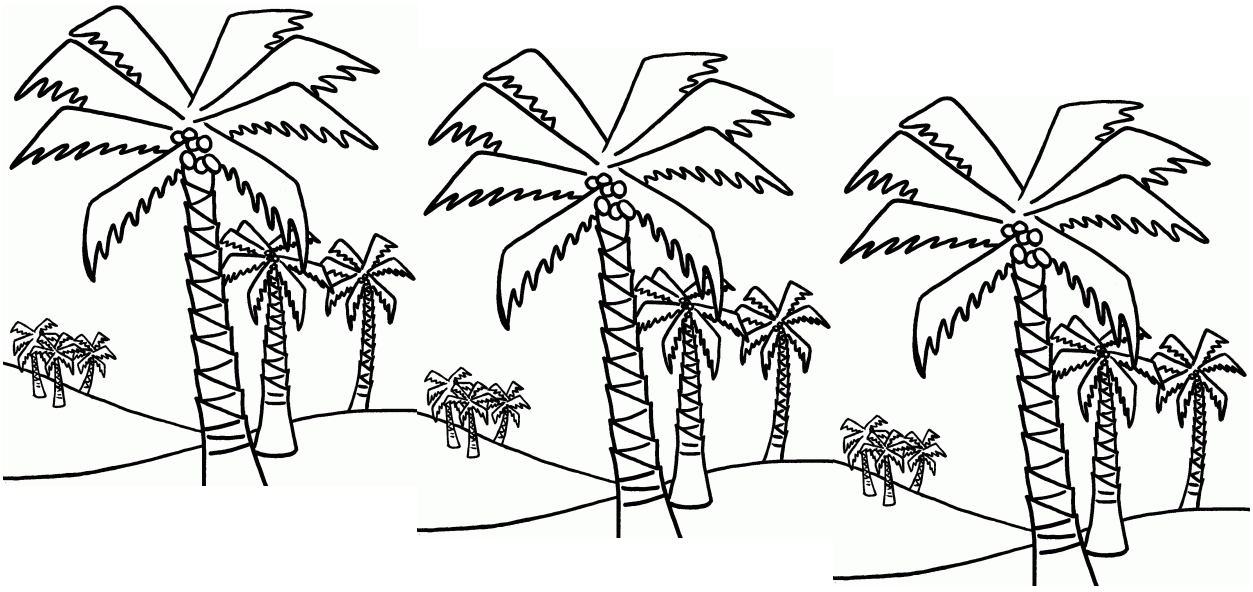

রমাদান-১৪

লক্ষ্য: সৃজনশীল ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ / পর্যবেক্ষণমূলক কাজ

সকালের কাজ: ৩ জন আত্মীয়কে ফোন দিয়ে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া।

(কোন কোন আত্মীয়কে ফোন দিবেন তাদের নাম নিচে লিস্টে লিখুন। মা-বাবাকে পাশে রেখে পর পর একজনকে ফোন দিন। কথা বলা শেষ হলে পাশের বক্সে টিক দিন। মনে রাখবেন , আমরা কথা শুরুর করার আগে ছোট-বড় সবাইকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু' বলব। আপনি বেশি সওয়াব পাওয়ার জন্য সবার প্রথমে সালাম দেয়ার চেষ্টা করবেন ইনশা-আল্লাহ। মা-বাবার সামনে কথা বলবেন এবং কথা শেষ হলে ফোনটি সাথে সাথে মা-বাবাকে দিয়ে দিবেন।)

আজ যাদেরকে ফোন দিতে চাইঃ

- ১. _____
- ২._____
- ৩._____

বিকালের কাজঃ ইফতার তৈরির সময় মাকে সাহায্য করা ও মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বাসার সবার জন্য শরবত বানানো।

কাজঃ

- ১. আজ ইফতার তৈরির সময় মাকে সাহায্য করেছি
- ২. মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বাসার সবার জন্য শরবত বানিয়েছি

রমাদান-১৫

লক্ষ্য: ইসলামিক ইলম অর্জন

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিছু বান্দার নাম জানি

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার জন্য এবং আলো ও সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির নিকট নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। এ মহান নবুয়তি দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিষ্পাপ ও পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষদের নির্বাচিত করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে ২৫ জন নবী ও রাসূলের কথা বর্ণনা করেছেন।

আমাদের প্রথম নবীর নাম আদম (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) । তিনি হলেন সমগ্র মানবজাতির নেতা। এছাড়াও আল্লাহ বিভিন্ন সময় যেসব নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন তারা হলেন - নূহ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), সালেহ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), ইব্রাহীম (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), ইয়াকুব (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), ইউসুফ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), আইয়ুব (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), ইউনুস (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), মুসা (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), দাউদ (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), সোলাইমান (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), ঈসা (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام), মুহাম্মদ (ﷺ) এবং আরও অনেকে। ইব্রাহীম (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) কে 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীদের পিতা বলা হয়।

আমাদের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁর অনেক সাথী বা সহচর ছিলেন যাদের 'সাহাবী' বলা হয়। রাসূল (ﷺ)-এর সবচেয়ে প্রিয় এবং মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন আবু বকর (রাঃ)। এছাড়াও রাসূল (ﷺ)-এর অনেক সাহাবা ছিলেন যেমন- উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ), তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ), সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ), আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রাঃ), আবু উবায়দাহ বিন জার্রাহ (রাঃ), সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) এবং আরও অনেকে।

মহিলা সাহাবীগণ যারা ছিলেন- খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), সুমাইয়া (রাঃ), ছাওদা (রাঃ) এবং আরও অনেকে। সুমাইয়া (রাঃ) ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ মহিলা সাহাবী।

প্রশ্নঃ বলুন তো, এখানে মোট কতজন নবী, সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর নাম বলা হয়েছে?

উত্তরঃ উপরে _____ জন নবী, _____ জন সাহাবী, _____ জন মহিলা সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

রমাদান-১৬

লক্ষ্য: সাপ্তাহিক দুআ মুখস্ত করা।

পিতা- মাতার জন্য দুআ

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا

অর্থঃ হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।

(রব্বি হামহুমা-কামা-রব্বাইয়া-নী সগীর)

দোয়ার প্রেক্ষাপট: পিতা-মাতার প্রতি অনুকম্পা ও বিনয়াবনত থাকার নির্দেশনাসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে শেখানো সর্বোত্তম দু'আ।

সূরা আল-ইসরা - ১৭:২৪

কাজ : আমরা সবাই এই সপ্তাহে এই দুআটি মুখস্ত করব এবং প্রতিদিন ইফতার করার আগে খাবারের সামনে বসা অবস্থায় আস্তে আস্তে ঠোঁট নাড়িয়ে এই দুআটি পড়ব ইন-শা-আল্লাহ । দুআ করা শেষ হলে আমরা হাত নামিয়ে ফেলব ইনশা-আল্লাহ, মুখে হাত বুলাবো না। কারন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) কখনো এভাবে দুআ করার পর মুখে হাত বুলাতেন না। দুআ হল একটি ইবাদাত এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে আমরা শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করব, ইন-শা-আল্লাহ।

রমাদান-১৭

লক্ষ্য: রঙ করা ও সৃজনশীল লেখা চর্চা

নিচের ছবিটি রঙ কর ।

প্রশ্নঃ আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইফতার করার সময় প্রথমে কি খেয়ে ইফতার করতেন? জানলে নিচে উওরটি লিখুন।

(যদি না জানেন আব্বু / আম্মুকে জিজ্ঞেস করে জানুন ও নিজে নিজে উত্তরটি লিখুন। এখন থেকে আপনিও তাহলে ইফতার করার সময় সওয়াব পাওয়ার জন্য সেই খাবারটা প্রথমে খাওয়ার চেষ্টা করবেন ইন-শা-আল্লাহ।)

উত্তরঃ

প্রশ্নঃ আপনি কি জানেন, খাওয়ার শুরুতে কোন দুআ পড়তে হয়? জানলে নিচে উত্তরটি বাংলায় লিখুন।

উত্তরঃ

রমাদান- ১৮

লক্ষ্য: ইংরেজি অক্ষর চেনা ও নতুন শব্দ শেখা

The Book of Allah: Al- Quran

(Parents may read out the passage and tasks that are required to complete by the student. Parents will also explain the meaning first. Then students will try to complete the tasks by themselves.)

- **Being Muslims, we all know about the Quran, right?**

For the Muslims, The Quran is the Word of Allah and contains complete guidance for mankind. Jibril (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) conveyed this message to Prophet Muhammad (ﷺ) over a period of twenty three years. The language of the Quran is Arabic. People can learn about Allah, His Messengers and His guidance by reading the Quran. It is the Light, which can change a human being and make anyone a better Muslim. May Allah help us to read the noble Quran regularly.

The Quran is also known by the following names: Al-Kitab, Al-Furqan, Adh-Dhikr, Al-Bayan and so on. It is divided into 114 Surahs or Chapters. ‘Surah al Baqarah’, which means 'The Cow’, is the longest Chapter (286 verses) and ‘Surah al Kauthar’, which means 'A Fountain of Heaven’, is the shortest with only three verses.

- **Do you know when and in which month this Qur'an was revealed?**

This is the month of Ramadan, and the night in which the Quran was revealed is called the ‘Night of Qadr’. The Night of Al-Qadr occurs during the last ten (nights). The Night of Al-Qadr is better than a thousand months. Prophet Muhammad (ﷺ) told us to find this night of Qadr (Laylatul Qadr) on 21st, 23rd, 25th, 27th and 29 th night of Ramadan .

Activity: Now open The Quran, find out the surah 'Al Qadr'. Read the surah 'Al Qadr' and write the numbers of Ayaats.

Answer:

রমাদান-১৯

লক্ষ্য: গানিতিক সমস্যা সমাধান

বাসার আলমারিতে পড়ে থাকা পুরানো ভালো কাপড়গুলো সাদাকা করি

নিচের কাজগুলো একটার পর একটা করে পাশের বক্সে টিক দেই।

১ম কাজ:

- ১. আলমারি থেকে নিজের কাপড়গুলো মায়ের সাহায্য নিয়ে বের করি ।
- ২. প্রয়োজনীয় ও প্রায়ই পরা হয় এমন ভালো কাপড়গুলো সুন্দর করে ভাঁজ করে আলমারিতে রাখি ।
- ৩. অপ্রয়োজনীয় ও পরা হয় না এমন ভালো কাপড়গুলো ভাঁজ করে একটা ঝুড়ি বা 'ক' নামক ব্যাগে রাখি ।
- ৪. অপ্রয়োজনীয় ও নষ্ট কাপড়গুলো ফেলে দেয়া বা অন্য কাজে লাগানোর জন্য ভাঁজ করে অন্য একটা 'খ' নামক ব্যাগে রাখি।

২য় কাজঃ

- **'ক' ব্যাগে** কয়টা কাপড় জমা হয়েছে গুনে দেখুন। সংখ্যাটি নিচে লিখুন।

  উত্তরঃ _____

- কাপড়গুলো কাকে দিলে ভালো হবে সেই ব্যাপারে আম্মুর সাথে পরামর্শ করুন। করেছেন?

  উত্তরঃ _____

- কাপড়গুলো আপনার সেই ভাই/বোনকে খুশি মনে দান করুন। ইন-শা-আল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে উত্তম পোশাক দিবেন। আপনার পুরানো ভাল জামা তার জন্য কিন্তু নতুন জামার মত! দান করেছেন পোশাকগুলো ?

  উত্তরঃ _____

রমাদান- ২০

লক্ষ্য: ব্যবহারিক কাজ

মীযানের পাল্লায় ভারী যিকির

যিকির যা জবানে সহজ আর মীযানের পাল্লায় ভারী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা জবানে সহজ, মীযানের পাল্লায় ভারী এবং করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয়। আর তা হচ্ছে,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللهِ الْعَظِيْم

অর্থঃ আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি”।

(সুব্‌হানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুব্‌হানাল্লা-হিল ‘আযীম)

বুখারী ৭/১৬৮

কাজ : উপরোল্লিখিত যিকিরটি একবার করে পড়ি এবং একবার পড়া হলে একটা করে গোল একে দাড়িপাল্লাটি ভারী করি ও তারপর রঙ করি।

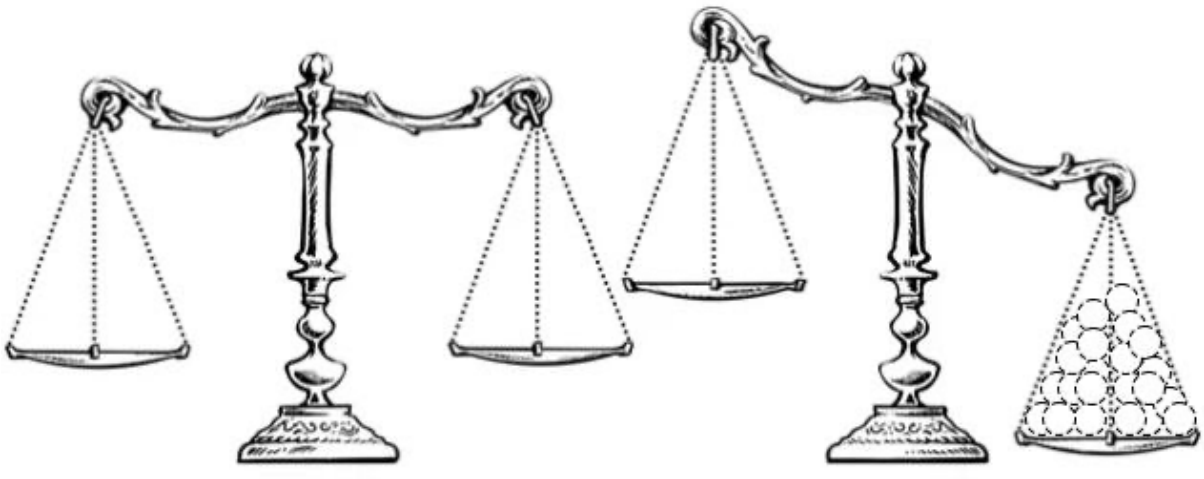

আমল করার আগে আমল করার পরে

রমাদান-২১

লক্ষ্য: সৃজনশীল ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ/পর্যবেক্ষণমূলক কাজ

M.C.D. (Masjid for Community Development)-এর জন্য সাদাকা বক্স বানানো

নিজের মনের মতো করে মা- বাবার পরামর্শ নিয়ে একটা সাদাকা বক্স বানান। বানানো হলে নিচে "সাদাকা বক্স বানিয়েছি" লেখাটিতে টিক দিবেন ইনশা-আল্লাহ। চেষ্টা করবেন বেশির ভাগ বা পুরো কাজ নিজে নিজে করার। নিচে কিছু সাদাকা বক্সের উদাহরন দেয়া হলো ।

- সাদাকা বক্স বানিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ
- বেশির ভাগ বা পুরো কাজ নিজে করেছি

রমাদান-২২

লক্ষ্য: ইসলামিক ইলম অর্জন

দুই ঈদ ও ঈদের সুন্নাহ কাজ

মুসলমানদের অত্যন্ত আনন্দ এবং বরকতময় দুটি দিন হচ্ছে-"ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা"। রমাদান মাসে দীর্ঘ একমাস সিয়াম পালন করার পর আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করি। আর তার প্রায় দুই মাস পর, জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ ঈদুল আযহায় আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কোরবানি করে থাকি।

আজকে আমরা ঈদের দিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ সম্পর্কে জানবো ইনশাআল্লাহ। রাসুলের সুন্নাহ বলতে আমরা সে সব কাজকে বুঝি যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছেন এবং আমাদের সুন্নাহ পালনের সওয়াব লাভের আশায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১) ঈদের দিনের প্রথম সুন্নাহ হচ্ছে চাঁদ দেখা । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখে ঈদ করতে বলেছেন।

২) ঈদের চাঁদ দেখা হলে শেষ রোযার দিন সূর্য অস্ত যাবার পর থেকে ঈদের সালাতের আগে ফিতরার যাকাত আদায় করা ।

৩) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতে যাওয়ার আগে খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু খেয়ে যাওয়া সুন্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন সকাল বেলা বেজোড় সংখ্যক (অর্থাৎ ১/৩/৫/৭ টি) খেজুর খেয়ে ঈদের সালাত আদায় করতে যেতেন। তিনি (ﷺ) ঈদুল আযহার দিন ঈদের সালাত আদায় করে, তারপর পশু কোরবানি করতেন। এরপর বাসায় এসে সেই কোরবানির গোশত খেতেন। এর পূর্বে তিনি অন্য কিছু খেতেন না।

৪) ঈদের দিনের অন্যতম একটি সুন্নাহ হচ্ছে তাকবির পাঠ করা। পুরুষরা জোরে জোরে তাকবীর পাঠ করবে এবং মহিলারা আস্তে আস্তে তাকবির পাঠ করবে। শেষ রোযার দিন সূর্য অস্ত যাবার পর থেকে ঈদের সালাত শুরুর হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা নিচের তাকবীরটি মুখস্ত করার চেষ্টা করব ও বেশি বেশি পড়ব। তা হলো - " আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লা, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ । "

৫) ঈদের দিন সকাল সকাল সুন্দরভাবে মিসওয়াক ও গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, শরীয়তসম্মত সাজসজ্জা করা এবং উত্তম পোশাক পরে পায়ে হেঁটে ঈদের সালাতে যাওয়া। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পুরুষ উভয়কেই ঈদগাহে যেয়ে সালাত আদায় করতে বলেছেন।

৬) ঈদের জামাআতে ও দুআতে উপস্থিত থাকা ও ঈদের খুতবা শোনা।

৭) যে রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাবে, সম্ভব হলে ফিরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে বাসায় ফেরা সুন্নাহ।

৮) ঈদের শিষ্টাচারের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের মাঝে উত্তম পদ্ধতিতে শুভেচ্ছা বিনিময় করা।

আমরা সবাইকে বলব, تقبل الله منا ومنكم (তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম)।

অনুবাদ: আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন।

কিংবা عيد مبارك (ঈদ মোবারক)।

কাজঃ আয়েশার কুরবানির ছাগলটি হারিয়ে গেছে, আপনি তাকে ছাগলটি খুঁজে দিয়ে সাহায্য করুন।

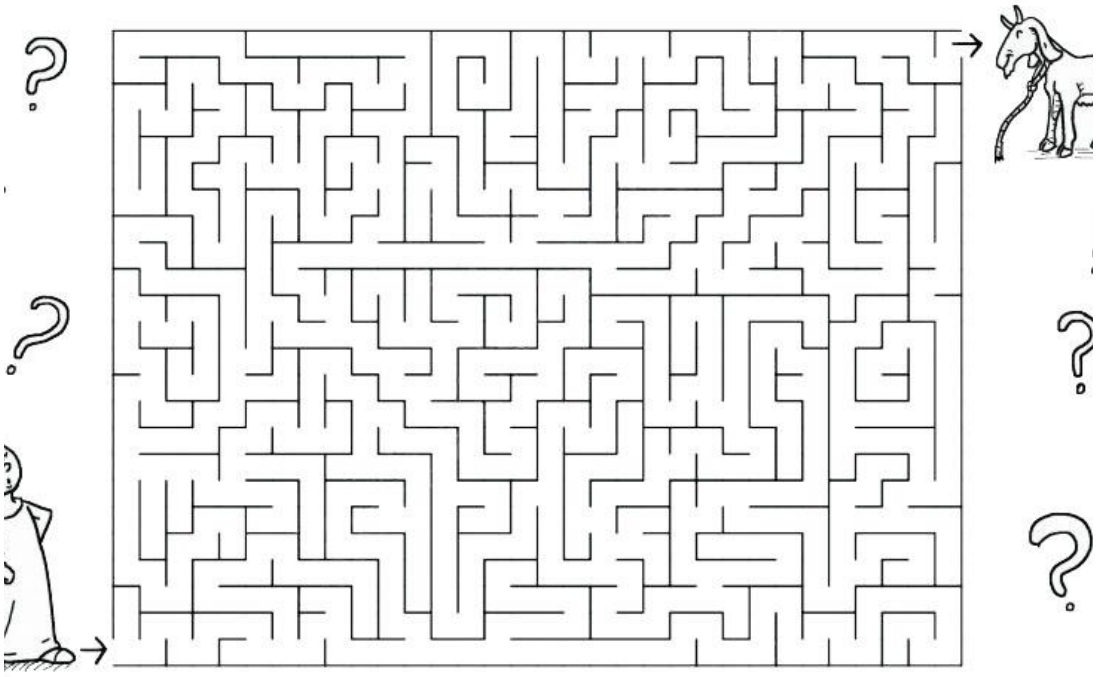

প্রশ্নঃ বলুন তো, আর কিছুদিন পর আমরা যেই ঈদটা পালন করতে যাচ্ছি, তার নাম কী এবং সেটাতে কি আমরা পশু কুরবানী করি?

উত্তরঃ

রমাদান-২৩

লক্ষ্য: সাপ্তাহিক দুআ মুখস্তকরন

কিয়ামতের দিন রসুলুল্লাহ (স:)-এর সুপারিশ লাভ

সকালে (ফজরের সলাতের পর) ও বিকালে (আসরের সলাতের পর) দশবার বলবে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর।

(আল্লা-হুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ‘আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
‘যে কেউ সকাল বেলা আমার উপর দশবার দরুদ পাঠ করবে এবং বিকাল বেলা দশবার দরুদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা সৌভাগ্যবান হবে।’

(তাবরানী হাদীসটি দু’ সনদে সংকলন করেন, যার একটি উত্তম।)

কাজ : আমরা সবাই এই সপ্তাহে এই দুআটি মুখস্ত করব এবং প্রতিদিন সকালে (ফজরের সালাতের পর) ও বিকালে (আসরের সালাতের পর) দশবার এই দুআটি পড়ব ইন-শা-আল্লাহ ।

রমাদান-২৪

লক্ষ্য: রঙ করা ও সৃজনশীল লেখা চর্চা

ঈদের জামা

আজকের কাজ: এবার ঈদে আপনি আপনার নিজেকে, আপনার মা-বাবাকে ও আপনার ভাই-বোনকে যেমন জামা পরে দেখতে চান, তেমন জামাগুলোর ছবি আঁকুন । ছবির নিচে যার জামা তার পরিচয় লিখুন। তারপর জামার ছবিগুলো রঙ করুন ।

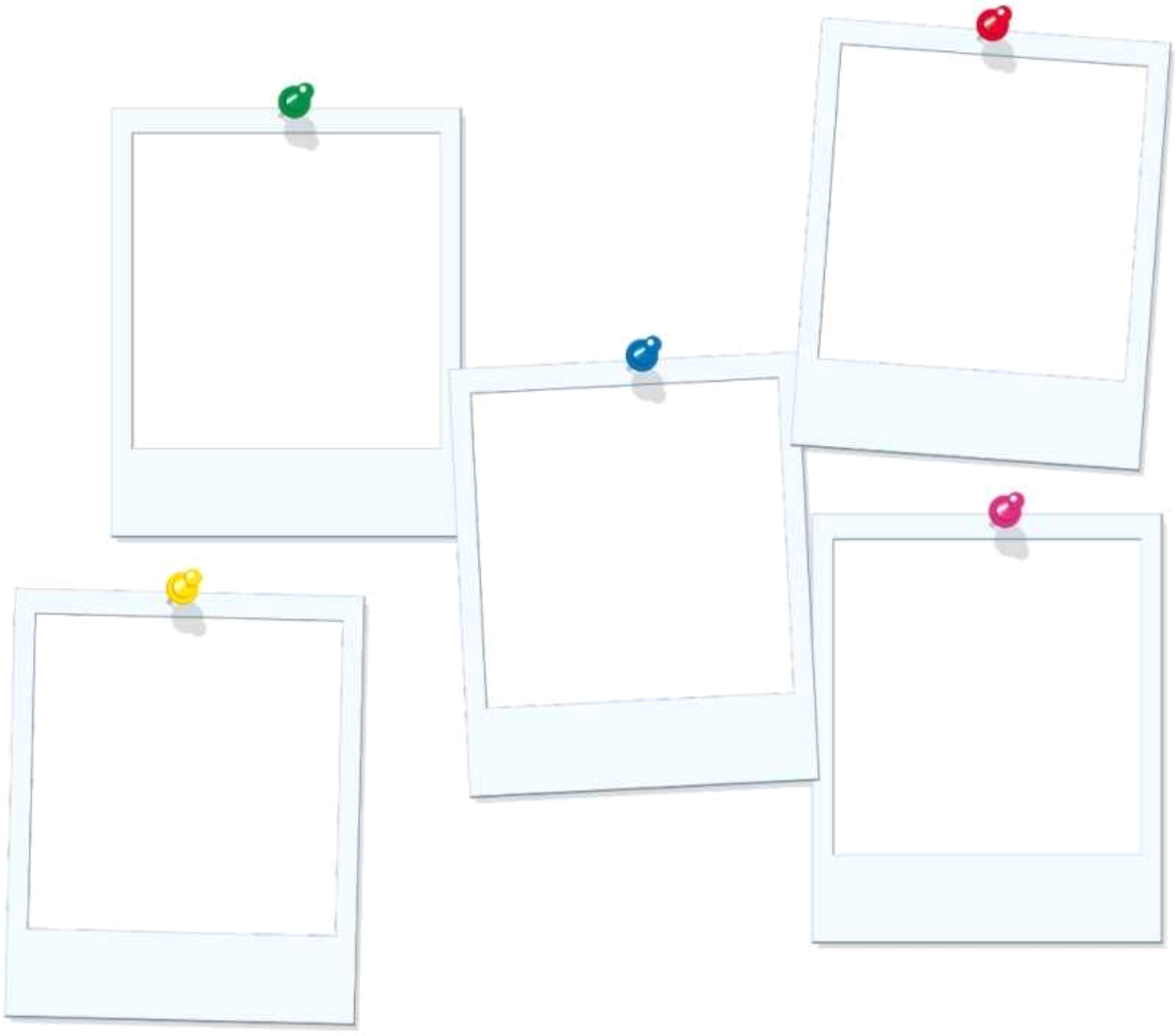

প্রশ্নঃ আপনার মতে, আমাদের (মুসলিম ছেলে-মেয়েদের) পোশাক কেমন হওয়া উচিত? কথায় লিখুন।

উত্তর:

রমাদান-২৫

লক্ষ্য: ইংরেজি অক্ষর চেনা ও নতুন শব্দ শেখা

8 Doors of Jannah

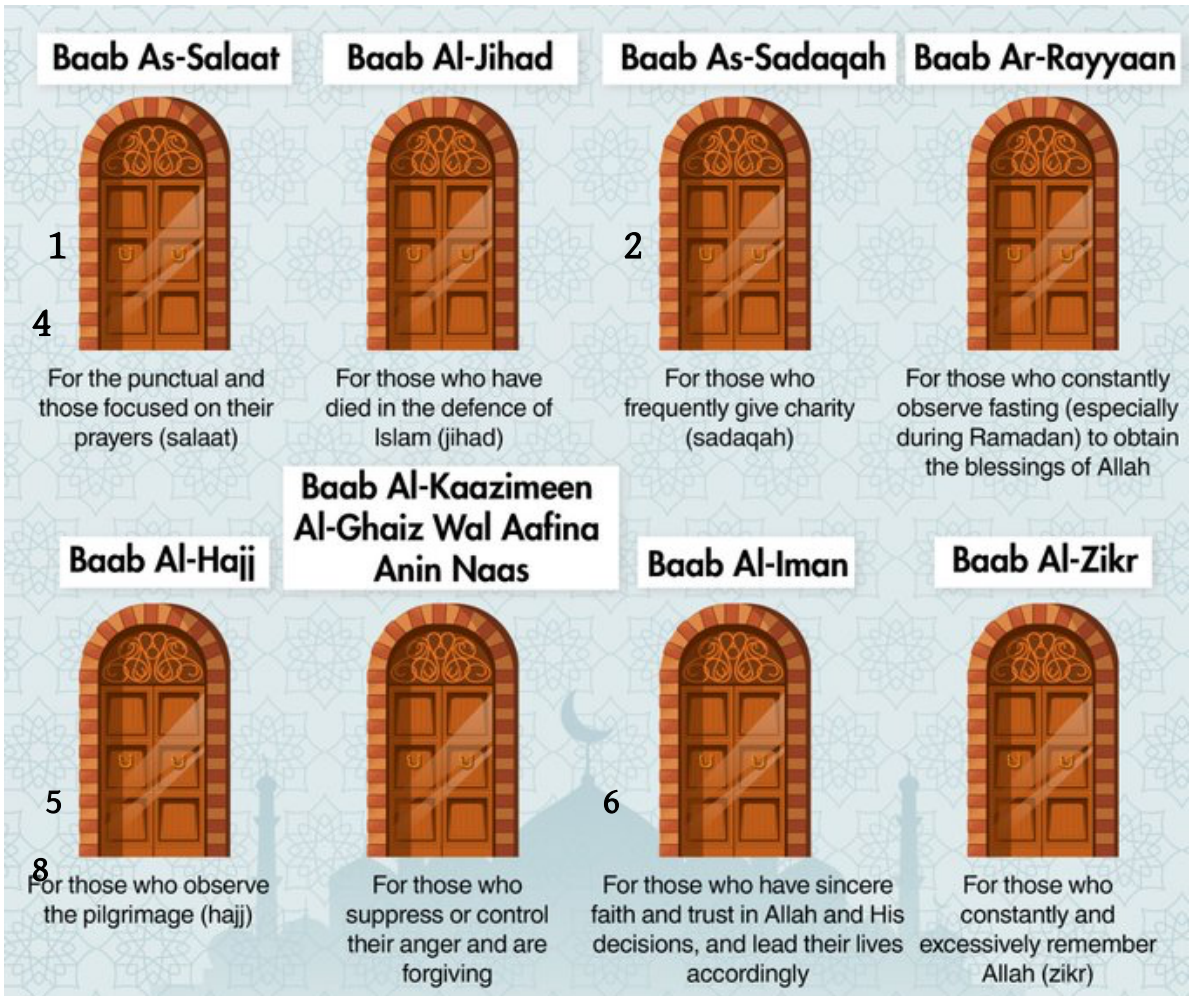

(Parents may read out the passage and tasks that have been asked to their children to do. They will also explain its meaning first. Then students will try to do the rest of the work by themselves.)

Question: Among these doors, Mention the numbers of the first 3 doors you want to enter.

1st Choice	2nd Choice	3rd Choice

রমাদান-২৬

লক্ষ্য: গানিতিক সমস্যা সমাধানকরণ ও সাদাকাহ সম্পর্কে ধারণা

সাদাকাহ

.

আমাদের রমাদানের এই বরকতময় মাসে বেশি বেশি দান-সাদাকাহ করতে হবে। আল্লাহ রামাদানের এই দান-সাদাকাহকে কমপক্ষে দশগুণ বা তারও বেশিগুণ বৃদ্ধি করবেন।

আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেছেন, "যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী- প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [সূরা বাক্বারাহ-২৬১]

সাদাকাহ গণনা

প্রশ্নঃ আজ ২৬ রমাদান। মনে করুন, আজ আপনি আল্লাহর জন্য ৫০ টাকা সাদাকা করলেন। ২৩ রামাদানেও আপনি ৩০ টাকা সাদাকা করেছিলেন। তাহলে বলুন তো, আল্লাহ যদি আপনার এই রামাদানের সাদাকাগুলোকে ১০ গুণ করেন, তাহলে আখিরাতে এই সাদাকাগুলো বাবদ আপনার কত সাদাকা গণনা হবে?

উত্তরঃ

প্রশ্নঃ মনে করুন, আজ আপনার সাদাকা বক্সে আপনার দাদু ৫০০ টাকা, আব্বু ৫০০ টাকা, আম্মু ২০০ টাকা, ভাইয়া ১০০ টাকা ও আপনার ছোটবোন ২০ টাকা সাদাকা করল। আপনার সাদাকা বক্সে তাহলে মোট কত টাকা জমা পড়ল?

উত্তরঃ

রমাদান-২৭

লক্ষ্য: ব্যবহারিক কাজ

আল্লাহর কাছে চেয়ে দু'আ লেখা

আল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ করো), আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব(দুআ কবুল করব)। (সূরা মুমিন, ৪০: ৬০)

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নাছোড়বান্দা হয়ে বার-বার দুআ করতে, দুআর ফলাফল পেতে তাড়াহুড়ো না করতে ও অন্তরকে উপস্থিত রেখে দুআ করতে শিখিয়েছেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ দুআ করবে, তখন তার উচিত আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা) দিয়ে শুরু করা, তারপর নবীর উপর দরূদ পড়া, এরপর ইচ্ছামতো দুআ করা।' (তিরমিযী ৫/৫১৬)

কাজ: নিচে আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে নিজের জন্য কিছু চেয়ে দুআ লিখ।

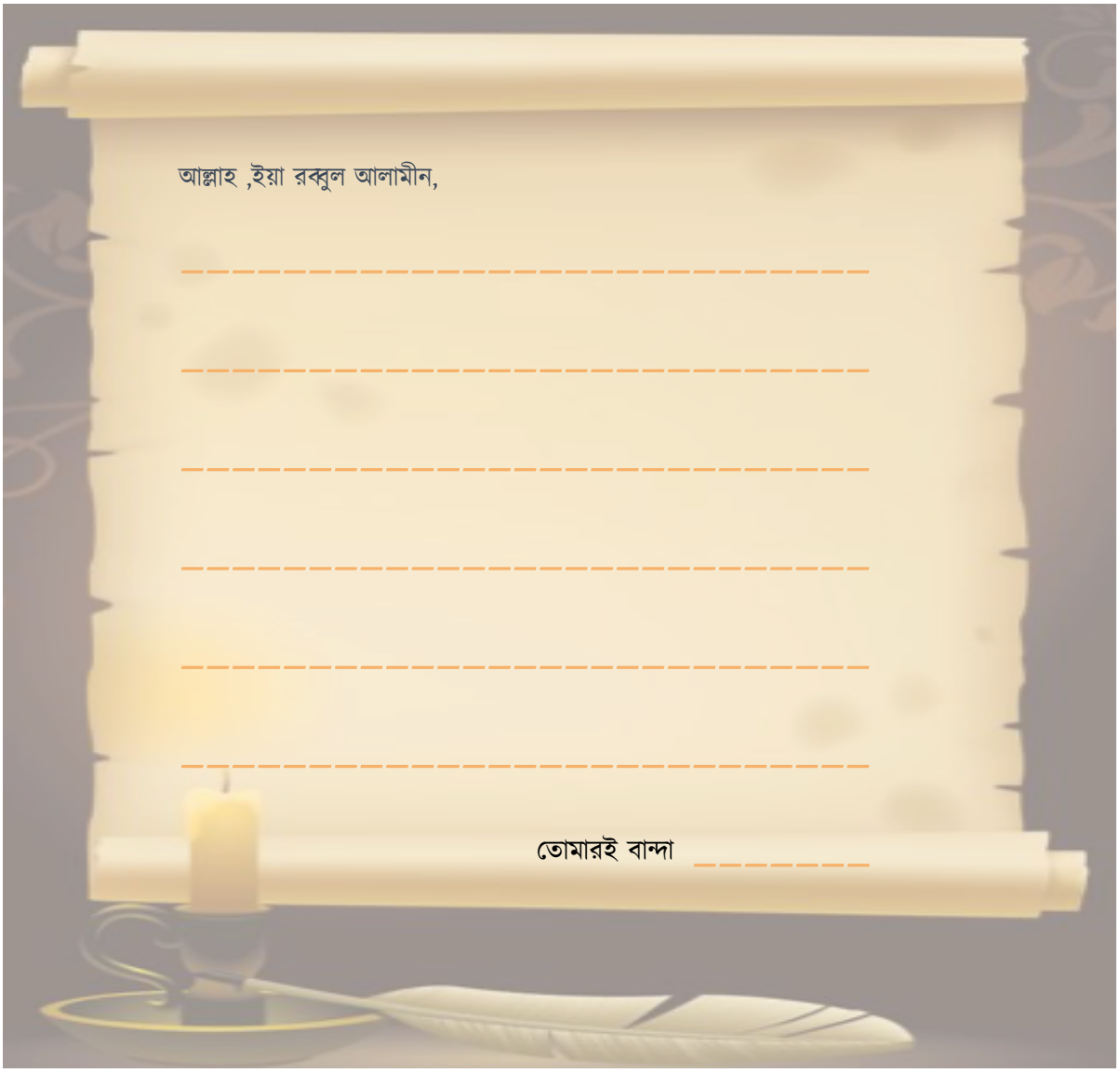

রমাদান-২৮

লক্ষ্য: সৃজনশীল ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ/পর্যবেক্ষণমূলক কাজ

আমরা সবাই যেমন এখন পৃথিবীতে আছি, তেমনি আমরা একদিন মারা যাব। এই পৃথিবীতে আমাদের অনেক ইচ্ছা আল্লাহ পূরণ করবেন, আবার অনেক ইচ্ছা অপূরণ থেকে যাবে। সেই না পাওয়াগুলোর জন্য আমাদের এখন অনেক কষ্ট হলেও আমরা মনে রাখব যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ মৃত্যুর পরর্বতী জীবনে আমাদের অনেক সুন্দর কিছু উপহার দিবেন। সেই জীবনের নাম পরকাল বা আখিরাত। এই পৃথিবীতে আমরা যারা আল্লাহর সব কথা সুন্দর করে মেনে চলব ও ভাল বান্দা হওয়ার জন্য চেষ্টা করব, তাদেরকে আল্লাহ " জান্নাত " নামক একটা সুন্দর জায়গাতে আজীবন থাকতে দিবেন। সেখানে আমাদের কেউ কষ্ট দিবে না, আমরা যা চাইব তাই পাব ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহর প্রিয় হতে পারলে, আল্লাহ আমাদের সব দিবেন, এমনকি তাঁকে দেখারও সুযোগ করে দিবেন ইনশা-আল্লাহ। তাই আমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য ও জান্নাত পাওয়ার জন্য, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনেক অনেক ভাল কাজ করার চেষ্টা করব ইনশা-আল্লাহ।

প্রশ্নঃ এখন বলুন তো, জান্নাতে গিয়ে আপনি কি কি করতে চান ?

উত্তরঃ_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

রমাদান-২৯

লক্ষ্য: ব্যবহারিক কাজ

আলহামদুলিল্লাহ, দেখতে দেখতে রামাদান শেষ হয়ে ঈদ কাছাকাছি চলে এলো। ঈদ মানে আনন্দ । কিন্তু আমাদের মুসলিমদের সবারই রামাদানকে বিদায় দিতে অনেক কষ্ট হয়। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে মাফ করে দেন, আমাদের ভালো কাজগুলো কবুল করে নেন এবং আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউসে একত্রিত করেন, আমীন।

চলুন আমরা এখন ঈদ কার্ড বানাই, আর যদি আজকে ইফতারের পর চাঁদ দেখতে পাই তাহলে ৩০ রামাদানের কাজটা আজই করে ফেলি, ইনশা-আল্লাহ। আপনাদের সবাইকে এস.সি.ডি ‘র পক্ষ থেকে আমরা জানাচ্ছি, ঈদের শুভেচ্ছাঃ

تقبل الله منا ومنكم

(তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম)।

আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন।

রমাদান-৩০

লক্ষ্য: ব্যবহারিক কাজ

নিচের ছবিটি রং করি

কাজঃ নিচের কথাগুলো দুআর মত করে হাত তুলে বলুন, বলা শেষে নিচে টিক দিন,

“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে , আমার পিতা-মাতাকে , আমার ভাই-বোনকে , আমার আত্নীয়-স্বজনকে, আমার স্কুলের সকল উস্তাজ-উস্তাজাদের ও আমার বন্ধুদেরকে মাফ করে দিন , তাদের ভালো কাজগুলো কবুল করে নিন, এম.সি.ডি বানাতে আমাদের সাহায্য করুন এবং জান্নাতুল ফেরদোউসে আমাদের একসাথে থাকার সুযোগ করে দিন। আমীন।”

- আলহামদুলিল্লাহ , বলেছি
- আফওয়ান , বলিনি